জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

[প্রজ্ঞাপন]

তারিখ : ০১ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/১৬ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪২/২০২৬/কাস্টমস/৪৭৯** ।—কাস্টমস আইন, ২০২৩-এর ধারা ১২-এর উপ-ধারা (২)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক শাহ-আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে অবস্থিত মেসার্স এম্পোরিয়াম ডিউটি ফ্রি [বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩)কাবক/চট্ট:/শুল্কমুক্ত বিপণী/লাই:/০৩/২০১৩, তারিখ: ২১-০১-২০১৩ খ্রি.] নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণি (Duty Free Sholp)-এর অনুকূলে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো :

ক্র. নং	পণ্যের বিবরণ	২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১	Alcoholic Beverage (Liquor, Beer, Wine)	৯৫,০০০.০০
২	Cigaretes & Tobacco	৪৫,০০০.০০
৩	Cosmetic and Toiletries	৩,০০০.০০
৪	Beverage (Non-alcoholic), Confectionery, Electronics, Gift Item	৫,০০০.০০
	সর্বমোট	১,৪৮,০০০.০০০ (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) মার্কিন ডলার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ ভাদ্র ১৪৩৩/১৭ আগস্ট ২০২৬

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪৩.২৪-২৪৭**—মো: দিলদার হোসেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও সহকারী পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), বাগেরহাট, বর্তমানে উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), যশোর, জনাব রমজান মোল্লা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, জেলা: পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বাগেরহাট (বর্তমানে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, যশোরে কর্মরত) ও জনাব মোমেনা খাতুন, প্রাক্তন আয়া, হিজলা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, চিতলমারী, বাগেরহাট.এর মধ্যকার চাকরি দেয়ার নাম করে আর্থিক লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনকল্পে উভয় পক্ষের সম্মতিতে মধ্যস্থতার বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন এবং অর্থ পরিশোধ বা লেনদেনে নিজ বিকাশ নম্বর ব্যবহার করতে দিয়েছেন;

২। যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

৩। যেহেতু, উক্ত অপরাধের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়নক্রমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ১১-০৯-২০২৪ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪৩.২৪-১৯৮ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ০৬-১০-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৬। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব করে ২৩-০৪-২০২৬ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪৩.২৪-১৩৩ নং স্মারকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৭(৯) মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি বলেন, প্রত্যয়ন প্রদান ও বিকাশ নম্বর প্রদান উভয়ই তার অনিচ্ছাকৃত ভুল ছিল। এ বিষয়ে তার কোনো ব্যক্তি স্বার্থ জড়িত ছিল না বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যও ছিল না। দুজন পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্যই সরল বিশ্বাসে তিনি এই ভুল করে ছিলেন যা তার করা উচিত হয়নি। তিনি উপরোক্ত দিক সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে তাকে উক্ত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য বিনীত আবেদন জানান;

৮। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: দিলদার হোসেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও সহকারী পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), বাগেরহাট, বর্তমানে উপপরিচালক, যশোর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষা করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তাকে ০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার আদেশ প্রদান করা হলো। তিনি দণ্ডের মেয়াদ শেষে স্থগিত সময়ের বেতন বৃদ্ধির সুযোগ প্রাপ্য হবেন না।

৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।